বাইবেলের ভববানীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আমেইজিং ফ্যাক্টস্
অধ্যয়ন সহায়িকা

২১

এটা কি সত্যিই সত্য হতে পারে-বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? অবশ্যই আপনি যখন এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, তখন এটি বোঝা যায় যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী রাষ্ট্র বিশ্বের সমাপ্তি ইতিহাসের চূড়ান্ত অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি বিস্ময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কারণ বাইবেল প্রকাশ করে যে কীভাবে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র অস্তিত্বে এসেছিল এবং কেন! এই নির্দেশিকা শুরু করার আগে অনুগ্রহ করে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮) পড়ুন, কারণ এই আটটি পদ সামনের দিনগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভবিষ্যৎবাণীমূলক চিত্র প্রদান করে।

1 প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ে দুটি বিশ্বশক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম শক্তিটি কী?

উত্তর: সাত মাথা বিশিষ্ট পশু **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-১০)** হল রোমান পোপ। (এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অধ্যায়নের জন্য অধ্যায়ন নির্দেশিকা ১৫ দেখুন।) মনে রাখবেন যে বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীতে পশুরা রাষ্ট্র বা বিশ্বশক্তির প্রতীক **(দানিয়েল ৭:১৭, ২৩)।**

2 কোন সালে পোপ তার বিশ্ব প্রভাব এবং ক্ষমতা হারানোর ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল?

"তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৫)।

উত্তর: বাইবেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ৪২ মাসের শেষে পোপ তার বিশ্ব প্রভাব এবং ক্ষমতা হারাবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৭৯৮ সালে পূর্ণ হয়েছিল, যখন নেপোলিয়ন জেনারেল বার্থিয়ার পোপকে বন্দী করেছিলেন এবং পোপীয়-শক্তি তার মারাত্মক ক্ষত পেয়েছিলেন। (সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, অধ্যায়ন নির্দেশিকা ১৫ দেখুন।)

শাস্ত্রের কথাগুলো নেয়া হয়েছে পবিত্র বাইবেল (কেরী ভার্সন) (ROVU) থেকে।

3 পোপতন্ত্র যখন তার মারাত্মক ক্ষত গ্রহণ করছিল তখন কোন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল?

“আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে স্থল হইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, আর সে নাগের ন্যায় কথা কহিত” (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১)।

উত্তর: (১০ নং পদে) উল্লিখিত পোপ বন্দিত্ব ১৭৯৮ সালে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেই সময়ে নতুন শক্তি **(১১ নং পদ)** আবির্ভূত হতে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ১৭৮৭ সালে সংবিধানে ভোট দেয়, ১৭৯১ সালে বিল অফ রাইটস গৃহীত হয় এবং ১৭৯৮ সালের মধ্যে স্পষ্টভাবে বিশ্বশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খাপ খায় এবং অন্য কোন শক্তি সম্ভবত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

4 পৃথিবী থেকে উঠে আসা” পশুটির তাৎপর্য কী?

উত্তর: দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্যে উল্লিখিত অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন, এটি জল থেকে বেরিয়ে আসে না কিন্তু “পৃথিবী থেকে” আসে। আমরা প্রকাশিত বাক্য থেকে জানি যে জল বিশ্বের এমন অঞ্চলগুলির প্রতীক যেগুলির জনসংখ্যা বেশি। “তুমি যে জল দেখিলে, ঐ বেশ্যা যাহাতে বসিয়া আছে, সেই জল প্রজাবৃন্দ ও লোকারণ্য ও জাতিবৃন্দ ও ভাষাসমূহ।” **(প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৫)** অতএব, পৃথিবী বিপরীত প্রতিনিধিত্ব করে। এর মানে হল যে এই নতুন জাতি বিশ্বের এমন একটি অঞ্চলে উদ্ভূত হবে যেখানে ইউরোপের তুলনায় এবং ১৭০০ এর দশকের শেষের দিকের তুলনায় খুব কম জনসংখ্যা ছিল। এটি পুরানো বিশ্বের ভিড় এবং সংঘাতপূর্ণ দেশগুলিতে আবির্ভূত হতে পারেনি। এটি একটি কম জনবহুল মহাদেশে উত্থাপিত হয়েছিল।

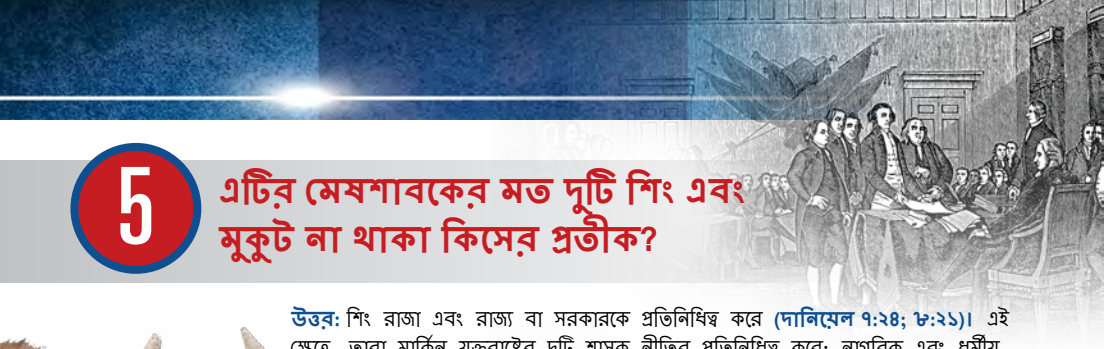

5 এটির মেষশাবকের মত দুটি শিং এবং মুকুট না থাকা কিসের প্রতীক?

উত্তর: শিং রাজা এবং রাজ্য বা সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করে **(দানিয়েল ৭:২৪; ৮:২১)।** এই ক্ষেত্রে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি শাসক নীতির প্রতিনিধিত্ব করে: নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই দুটি নীতিকে "প্রজাতন্ত্রবাদ" (একটি রাজা ছাড়া সরকার) এবং "প্রোটেস্ট্যান্টবাদ" (পোপ ছাড়া একটি গির্জা) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য জাতি রাষ্ট্র ধর্মকে সমর্থন করার জন্য জনগণকে খাজনা দিয়েছিল। অধিকাংশই ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের নিপীড়ন করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করেছে: সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া উপাসনা করার স্বাধীনতা। মুকুটের অনুপস্থিতি রাজতন্ত্রের পরিবর্তে একটি প্রজাতন্ত্রী সরকারকে নির্দেশ করে। মেষশাবকের মতো শিং একটি নির্দোষ, যুবক, অ-নিপীড়ক, শান্তিপ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রকে নির্দেশ করে। (প্রকাশিত বাক্যে যীশুকে ২৮ বার মেষশাবক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।) তাই এই নতুন সরকার তাঁর নীতিগুলিকে সমর্থন করার চেষ্টা করছিল। মেষশাবক-শিংওয়ালা পশুর বৈশিষ্ট্য এবং সময় উপযোগী অন্য কোনো বিশ্বশক্তিই ফিট করতে পারে না-যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমরা কিভাবে চাই যে আমরা এখানে যীশুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণনায় থামতে পারি - কিন্তু আমরা পারি না, কারণ তিনি থামেননি। সামনের বিষয়গুলি আপনাকে হতবাক করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান দেশ, এর বিবেক, সংবাদপত্র, বক্তৃতা এবং উদ্যোগের স্বাধীনতা রয়েছে; তার সুযোগ; এর ন্যায্য খেলার অনুভূতি; আন্ডারডগের জন্য এর সহানুভূতি; এবং এর খ্রীষ্টান অভিযোজন। এটা নিখুঁত নয়, কিন্তু তবুও, সারা বিশ্ব থেকে অনেক লোক প্রতি বছর এর নাগরিক হতে চায়। দুঃখের বিষয়, এই সমৃদ্ধশালী আশীর্বাদপূর্ণ দেশটি সামনের দিনগুলিতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হবে, যা ঈশ্বরের লোকেদের জন্য অতুলনীয় হৃদয়ের যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগের কারণ হবে।সেজন্য আমরা এটা নিয়ে কথা বলি। কারণ ঈশ্বরের বাণী জানতে হবে!

6 (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১) এর অর্থ কী যখন এটি বলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "নাগের ন্যায়" কথা বলবে?

উত্তর: আপনি অধ্যায়ন নির্দেশিকা ২০ এ যেমন শিখেছেন, নাগ হল শয়তান, যে বিভিন্ন পার্থিব শক্তির মাধ্যমে তার নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং ঈশ্বরের লোকেদের নিপীড়ন ও ধ্বংস করে ঈশ্বরের গির্জাকে চূর্ণ করার জন্য কাজ করে। শয়তানের লক্ষ্য সর্বদা ঈশ্বরের সিংহাসন দখল করা এবং লোকেদেরকে তাঁর উপাসনা ও আনুগত্য করতে বাধ্য করা। (বিস্তারিত জানার জন্য অধ্যায়ন নির্দেশিকা ২ দেখুন।) সুতরাং, নাগ হিসাবে কথা বলার অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (শয়তানের প্রভাবের অধীনে) শেষ সময়ে, মানুষকে সত্যের বিপরীতে উপাসনা করতে বাধ্য করবে বা শাস্তি দেবে।

7 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বিশেষ করবে যে এই নাগের ন্যায় কথা বলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে?

উত্তর: এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লক্ষ্য করুন:

ক। "প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার সাক্ষাতে পরিচালনা করে" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১২)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্যাচারী শক্তিতে পরিণত হবে যা মানুষকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করবে, যেমনটি পোপ রোমের প্রথমার্ধে প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১৩।

খ। "এবং প্রথম পশুর মৃত্যুজনক আঘাতের প্রতীকার করা হইয়াছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসীদিগকে তাহার ভজনা করায়" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১২)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ্রীষ্টান বিরোধীদের আনুগত্য বাধ্য করার জন্য বিশ্বের দেশগুলোকে নেতৃত্ব দেবে। সমস্যা সবসময় উপাসনা নিয়ে। আপনি কার প্রশংসা এবং অনুসরণ করবেন? আপনি কি খ্রীষ্টের উপাসনা করবেন, আপনার সৃষ্টিকর্তা এবং পরিত্রাতা, নাকি খ্রীষ্টবিরোধী? পৃথিবীর প্রতিটি আত্মা অবশেষে এক বা অন্যের প্রশংসা করবে। শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গি খুব আধ্যাত্মিক প্রদর্শিত হবে, এবং অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা ঘটবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩, ১৪)** - যা লক্ষ লক্ষ লোকদের প্রতারিত করবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:৩)।** যারা এই আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করবে তারা বিভক্ত, হঠকারী, মৌলবাদী এবং দেশদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে। যীশু শেষ পর্যন্ত প্রোটেস্ট্যান্ট আমেরিকাকে একটি "ভাক্ত ভাববাদী" **(প্রকাশিত বাক্য ১৯:২০; ২০:১০)** হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, কারণ শয়তান আধ্যাত্মিক এবং বিশ্বস্ত দেখাবে, কিন্তু আচরণে শয়তানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এই সব অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু যীশুর কথা সবসময় নির্ভরযোগ্য এবং সত্য **(তীত ১:২)।** তিনি চারটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং খ্রীষ্টবিরোধী **(দানিয়েল অধ্যায় ২ এবং ৭)** এমন একটি সময়ে যখন এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সঠিকভাবে সত্য হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আমাদের আজকে যে সতর্কবাণী আছে, "আর এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর" **(যোহন ১৪:২৯)।**

গ। "সে পৃথিবীনিবাসীদিগকে বলে, 'যে পশু খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়া ছিল, তাহার এক প্রতিমা-নির্ম্মাণ কর।" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৪)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় অনুশীলনের আইন প্রণয়ন করে পশুর প্রতিমূর্তি তৈরি করবে। এটি এমন আইন পাস করবে যাতে উপাসনার প্রয়োজন হয় এবং লোকেদের হয় সেগুলি মানতে বা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে। এই ক্রিয়াটি মণ্ডলী-রাষ্ট্রীয় সরকারের একটি অনুলিপি-বা "চিত্র" যা মধ্যযুগে পোপতন্ত্র তার ক্ষমতার উচ্চতায় শাসন করেছিল, যখন তাদের বিশ্বাসের জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক সরকার এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে একটি "বিবাহে" একত্রিত করবে যা পোপতন্ত্রকে সমর্থন করবে। এটি তখন বিশ্বের সমস্ত জাতিকে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে প্রভাবিত করবে। এইভাবে, পোপ বিশ্বব্যাপী সমর্থন লাভ করবে।

ঘ। "ও এমন করিতে পারে যে, যত লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয়।" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রধান হিসাবে, পরবর্তীতে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করবে যারা পশু বা তার মূর্তিকে পূজা করতে অস্বীকার করে তাদের সকলের উপর মৃত্যুদণ্ড আরোপ করতে। এই বিশ্বব্যাপী জোটের আরেকটি নাম হল "গ্রেট ব্যাবিলন।" (আরও তথ্যের জন্য অধ্যায়ন নির্দেশিকা ২২ দেখুন।) এই বিশ্বব্যাপী জোট, খ্রীষ্টের নামে, পবিত্র আত্মার মৃদু প্ররোচনার জন্য পুলিশ সদস্যের ক্ষমতাকে প্রতিস্থাপন করবে-এবং এটি উপাসনাকে বাধ্য করবে।

8 কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বল প্রয়োগ করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

"আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত হইল যে, সে ঐ পশুর প্রতিমার মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ পশুর প্রতিমা কথা কহিতে পারে, ও এমন করিতে পারে যে, যত লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয়। আর সে ক্ষুদ্র ও মহান্, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলকেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাব ধারণ করায়; আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বন্ধ করে" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫-১৭)।

উত্তর: বিবাদের চূড়ান্ত বিন্দুগুলি হবে পশুর উপাসনা ও আনুগত্য করা এবং তার চিহ্ন-সম্মানকারী রবিবারকে একটি মিথ্যা পবিত্র দিন হিসাবে গ্রহণ করা বনাম খ্রীষ্টের উপাসনা ও আনুগত্য করা এবং পবিত্র সপ্তম-দিনের শাব্বাথকে সম্মান করে তাঁর চিহ্ন গ্রহণ করা। (বিস্তারিত জানার জন্য, অধ্যয়ন নির্দেশিকা ২০ দেখুন।) যখন বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং লোকেরা বিশ্রামবার ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হয়, নতুবা তাদের হত্যা করা হয় তখন যারা রবিবার বেছে নেবে তারা পশুর উপাসনা করবে। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা যীশু খ্রীষ্টের কথার পরিবর্তে একটি পশু, একজন মানুষের কথা মেনে চলা বেছে নেবে। এখানে পোপতন্ত্রের নিজস্ব বিবৃতি রয়েছে: "গির্জা সাব্বাথকে রবিবারে পরিবর্তন করেছে এবং সমস্ত বিশ্ব সেই দিনটিতে ক্যাথলিক চার্চের আদেশের নীরব আনুগত্যের সাথে মাথা নত করে এবং উপাসনা করে"[1]

[1] *Hartford Weekly Call,* February 22, 1884

9 সরকার কি সত্যিই ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, চিনি, টায়ার এবং জ্বালানির মতো পণ্যগুলির জন্য রেশন স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই টিকিট ছাড়া, টাকা মূল্যহীন ছিল। এই কম্পিউটারের যুগে, অনুরূপ পদ্ধতি স্থাপন করা সহজ হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিশ্বব্যাপী জোটের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত, আপনার সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর একটি ডাটাবেসে প্রবেশ করানো হতে পারে, যা নির্দেশ করে যে আপনি কেনাকাটা করতে অযোগ্য হয়েছেন। কেউ জানে না কিভাবে এই সব ঘটবে, কিন্তু আপনি ইতিবাচক হতে পারেন - এটা ঘটবে কারণ **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৬, ১৭)** এ, ঈশ্বর বলেছেন এটি ঘটবে। ...

দুটি উদীয়মান শক্তিঃ

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১৩ স্পষ্ট যে শেষ পর্যন্ত দুটি মহাশক্তির আবির্ভাব হবে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পোপতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রচারাভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে পোপতন্ত্রকে সমর্থন করবে, বিশ্ববাসীকে পশুর শক্তির প্রশংসা করতে এবং তার সীলমোহর পেতে বাধ্য করবে বা অন্যথায় মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। পরবর্তী দুটি প্রশ্ন এই দুই মহাশক্তির ক্ষমতা মূল্যায়ন করবে।

10 কত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী পোপ আজ?

উত্তর: এটি তর্কাতীতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তি। কার্যত প্রতিটি নেতৃস্থানীয় দেশের ভ্যাটিকানে একজন সরকারী রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্র প্রতিনিধি থাকে। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লক্ষ্য করুন:

ক। ২০১৫ সালে পোপ ফ্রান্সিসের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাজকীয় এবং রাজনৈতিক উভয়ই প্রভাব রয়েছে। কার্ডিনাল টিমোথি ডলান বলেছেন, "তিনি যত বেশি প্রতিপত্তি এবং পোপ পদের ক্ষমতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেন, তত বেশি মানুষ তার প্রতি মনোযোগ দেয়।"[1]

খ। পোপের লক্ষ্য খ্রীষ্টান বিশ্বকে একত্রিত করা। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে, ফ্রান্সিস অর্থোডক্স, অ্যাংলিকান, লুথারান, মেথডিস্ট এবং অন্যান্য খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের সাথে সেন্ট পলের ব্যাসিলিকাতে একটি বিশ্বব্যাপী উপাসনা সোভার সভাপতিত্ব করেন এবং খ্রীষ্টান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ফ্রান্সিস বলেছিলেন, "চার্চে বিভাজনগুলিকে স্বাভাবিক, অনিবার্য কিছু হিসাবে বিবেচনা করা অগ্রহণযোগ্য, কারণ 'বিভাজনগুলি খ্রীষ্টের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে [এবং] সেই সাক্ষ্যকে দুর্বল করে যা আমরা তাকে বিশ্বের সামনে দেওয়ার জন্য আহ্বান করি।"[2]

গ। নেতারা শান্তির জন্য তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য হয়েছে। ফ্রান্সিস ভ্যাটিকানে ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনি নেতাদের সাথে একটি প্রার্থনা শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তারপর, পোপ, যিনি একজন লাতিন আমেরিকান হিসাবে হাভানায় অনেক বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছিলেন, মার্কিন কিউবা গলানোর পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিলেন।[3]

ঘ। ফ্রান্সিসের ২০১৫ সালের আমেরিকা সফর আমেরিকান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছিল: মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছানোর সময় প্রেসিডেন্ট ওবামা ব্যক্তিগতভাবে পোপ ফ্রান্সিসকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, হোয়াইট হাউস বলেছিল যে পন্টিফের প্রতি আমেরিকানদের উচ্চ স্তরের সম্মানের প্রতীক। ফ্রান্সিসের সফরে আমেরিকার ইতিহাসে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে পোপের প্রথম ভাষণও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[4]

1 *CBS This Morning,* September 22, 2015
2 *Catholic Herald,* January 27, 2014
3 Sylvia Poggioli, National Public Radio, April 14, 2016
4 *Irish Daily Mail,* September 23, 2015

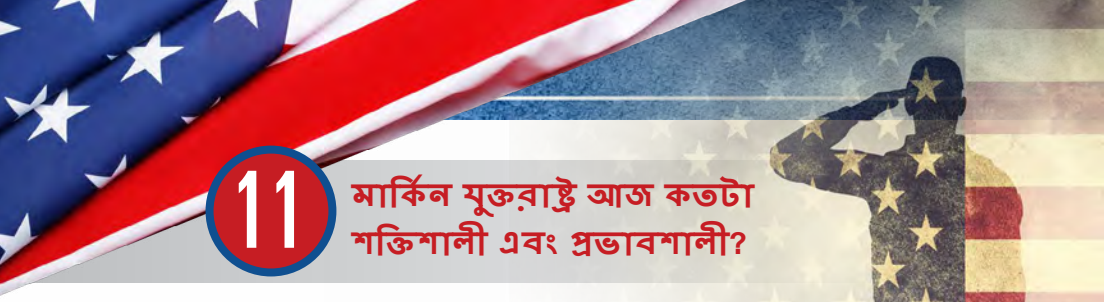

11 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ কতটা শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী?

উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তি এবং বিশ্বের প্রভাবের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নিম্নলিখিত বিষয় গুলো দেখুন:

ক। "শক্তির মূল বিভাগগুলিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রভাবশালী থাকবে।"[1]

খ। "যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে পার্থক্য করে ... ভাল উদ্দেশ্য, বা শক্তিশালী শব্দ, বা একটি মহাজোট নয়। এটি আমেরিকান হার্ড পাওয়ারের সক্ষমতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিশ্বব্যাপী নাগাল।"[2]

গ। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য জাতি এবং রয়ে গেছে। এটি গত শতাব্দীর জন্য সত্য এবং এটি আগামী শতাব্দীর জন্য সত্য হবে।"[3]

ঘ। ফ্রান্সের তত্কালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, হুবার্ট ভার্দিন, প্যারিসের একজন শ্রোতাকে বলেছিলেন যে তিনি "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি 'হাইপার পাওয়ার' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ... এমন একটি দেশ যা সমস্ত বিভাগে প্রভাবশালী বা প্রধান।"[4]

যদিও চীন এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলি থেকে তার ক্ষমতার জন্য অবশ্যই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, আমেরিকার আগ্রাসীদের রুখে দাঁড়ানোর এবং প্রয়োজনে দ্রুত মোতায়েন করার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা বিশ্বে আধিপত্য বজায় রাখতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ভবিষ্যত রাষ্ট্রপতি নতুন বৈশ্বিক মান প্রয়োগের জন্য দেশের প্রভাব ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না, বিশেষ করে যদি একটি কঠিন বৈশ্বিক ঘটনার পরে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার ছদ্মবেশে প্রচার করা হয়।

[1] Ian Bremmer, *Time* magazine, May 28, 2015
[2] Senator John McCain, November 15, 2014
[3] President Barack Obama, May 28, 2014
[4] *The New York Times*, February 5, 1999

12 যারা পোপীয় বিধান লঙ্ঘন করবে, তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাপী আইনের মঞ্চ তৈরি করতে অন্য কোন বিষয়গুলো সাহায্য করতে পারে?

উত্তর: আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের নাম দিতে পারি না, তবে কয়েকটি সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে:

ক। সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ
খ। দাঙ্গা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও মন্দ
গ। মাদক যুদ্ধ
ঘ। একটি বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয়
ঙ। মহামারী
চ। কট্টরপন্থী দেশগুলি থেকে পারমাণবিক হুমকি
ছ। রাজনৈতিক দূর্নীতি
জ। আদালত কর্তৃক ন্যায়বিচারের চরম গর্ভপাত
ঝ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা
ঞ। কর বৃদ্ধি
ট। পর্নোগ্রাফি এবং অন্যান্য অনৈতিকতা
ঠ। বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়
ড। মৌলবাদী "বিশেষ স্বার্থ" গ্রুপ

সন্ত্রাস, অনাচার, অনৈতিকতা, অনুমতিহীনতা, অবিচার, দরিদ্র, অকার্যকর রাজনৈতিক নেতা এবং অনেক অনুরূপ দুর্দশার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া সহজেই কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য শক্তিশালী, নির্দিষ্ট আইনের দাবিকে প্রয়োগ করতে পারে।

13 বিশ্বের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সাথে সাথে, জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য শয়তান কী করবে?

"সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কার্য্য করে; এমন কি মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। এইরূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীনিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীনিবাসীদিগকে বলে, 'যে পশু খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়া ছিল, তাহার এক প্রতিমা-নির্ম্মাণ কর" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩, ১৪)।

উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নকল পুনরুজ্জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং জোর দেবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য ধর্মীয় আইন পাস করা হবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৪)**-এ "জন্তুর প্রতি চিত্র" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে)। মানুষ ঈশ্বরের পবিত্র সপ্তম দিনের বিশ্রামবারকে উপেক্ষা করতে এবং পশুর "পবিত্র" দিন-রবিবারের উপাসনা করতে বাধ্য হবে। কিছু শুধুমাত্র সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণ মেনে চলে। বিশ্ব পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠবে যে বিশ্বব্যাপী "ঈশ্বরের দিকে ফিরে" আন্দোলন, রবিবারে উপাসনা এবং প্রার্থনায় সকলে যোগদানের একমাত্র সমাধান হিসাবে উপস্থাপন করা হবে। শয়তান বিশ্বকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করবে যে তাদের অবশ্যই বাইবেলের সত্যের সাথে আপস করতে হবে এবং রবিবারকে পবিত্র রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবে, পশুর আনুগত্য এবং উপাসনা বেশিরভাগ লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করার ইঙ্গিত দেবে। আশ্চর্যের কিছু নেই কারন প্রকাশিত বাক্যে যীশু ব্যর্থ করেছেন পশুকে ভোজন করার মাধ্যমে তার চিহ্ন গ্রহণ করবে।

14 নকল পুনরুজ্জীবনের প্রতি আগ্রহ বাড়ার সময়, ঈশ্বরের শেষ সময়ের লোকেদের দ্বারা স্পনসার করা প্রকৃত বিশ্বব্যাপী পুনরুজ্জীবনের কী ঘটবে?

উত্তর: বাইবেল বলে যে সমগ্র বিশ্ব গৌরবের সাথে "আলোকিত" হবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৮:১)**। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো হবে **(মার্ক ১৬:১৫)** ঈশ্বরের শেষ সময়, **(প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১৪)**-এর তিন-দফা বার্তা। ঈশ্বরের শেষ দিনের মণ্ডলী আশ্চর্যজনক গতিতে বৃদ্ধি পাবে যখন লক্ষ লক্ষ ঈশ্বরের লোকেদের সাথে যোগদান করবে এবং যীশুর প্রতি অনুগ্রহ ও বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর পরিত্রাণের প্রস্তাব গ্রহণ করবে, যা তাদের তাঁর বাধ্য বান্দাদের মধ্যে রূপান্তরিত করবে। বিশ্বের সমস্ত দেশের অনেক মানুষ এবং নেতারা পশুর উপাসনা করতে অস্বীকার করবে বা তার মিথ্যা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। পরিবর্তে, তারা যীশুর উপাসনা ও আনুগত্য গ্রহন করবে। তারা তখন তাদের কপালে তাঁর পবিত্র বিশ্রামের চিহ্ন বা চিহ্ন পাবে **(প্রকাশিত বাক্য ৭:২, ৩)**, এইভাবে তাদের অনন্তকালের জন্য সীলমোহর করা হবে। (ঈশ্বরের সীলমোহর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অধ্যায়ন। (নির্দেশিকা ২০ দেখুন)।

বিক্ষিপ্ত বৃদ্ধি নকল আন্দোলনকে ক্ষুব্ধ করে

ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে এই বিক্ষিপ্ত বৃদ্ধি নকল আন্দোলনকে ক্ষুব্ধ করবে।এর নেতারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবেন যে যারা বিশ্বব্যাপী জাল পুনরুজ্জীবনের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তারাই বিশ্বের সমস্ত দুর্দশার কারণ **(দানিয়েল ১১:৪৪)**। তারা তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে অযোগ্য ঘোষণা করবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৬, ১৭)**, কিন্তু বাইবেল প্রতিশ্রুতি দেয় যে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য খাদ্য, জল এবং সুরক্ষা নিশ্চিত হবে **(যিশাইয় ৩৩:১৬; গীতসংহিতা ৩৪:৭)**।

15 হতাশায়, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট তার শত্রুদের উপর মৃত্যুদণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫)। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩, ১৪) কি বলে যে এর নেতারা লোকেদের বোঝাতে কি করবে যে ঈশ্বর তাদের সাথে আছেন?

উত্তর: তারা অলৌকিক কাজ করবে-এমনভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী যে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত শেষ সময়ের লোক ছাড়া সবাই রাজি হবে **(মথি ২৪:২৪)**। শয়তানের আত্মা (পতিত স্বর্গদূত) ব্যবহার করা **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩, ১৪),** তারা মৃত প্রিয়জনদের ছদ্মবেশ ধারণ করবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৮:২৩)** এবং সম্ভবত এমনকি বাইবেলের ভাববাদী এবং প্রেরিত হিসাবে জাহির করবে। এই মিথ্যাবাদী **(যোহন ৮:৪৪)** পৈশাচিক আত্মারা নিঃসন্দেহে দাবি করবে যে ঈশ্বর তাদের সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাতে পাঠিয়েছেন।

শয়তান খ্রীষ্ট হিসাবে আবির্ভূত হয়; তার দূতগন খ্রীষ্টের সেবকের ভেক ধরে, মন্ত্রীদের ভঙ্গী করে:
শয়তানের দূতগনও ধার্মিক পাদরী হিসাবে আবির্ভূত হবেন, এবং শয়তান আলোর দেবদূত হিসাবে আবির্ভূত হবে **(২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫)**। তার মুকুট অলৌকিক হিসাবে, শয়তান নিজেকে যীশু বলে দাবি করবে **(মথি ২৪:২৩, ২৪)**। খ্রীষ্টের ছদ্মবেশ ধারণ করার সময়, তিনি সহজেই দাবি করতে পারেন যে তিনি শাব্বাথকে রবিবারে পরিবর্তন করেছেন এবং তার অনুসারীদেরকে তাদের বিশ্বব্যাপী পুনরুজ্জীবনের সাথে এগিয়ে যেতে এবং তার "পবিত্র" দিন-রবিবারকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

কোটি কোটি লোক প্রতারিত হবে:
কোটি কোটি মানুষ যারা বিশ্বাস করে যে শয়তান হল যীশু, তার পায়ে মাথা নত করবে এবং জাল আন্দোলনে যোগ দেবে। "সমুদয় পৃথিবী চমত্কার জ্ঞান করিয়া সেই পশুর পশ্চাত্ চলিল" **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:৩)**। প্রতারণা অত্যন্ত কার্যকর হবে, কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা প্রতারিত হবে না, কারণ তারা বাইবেলের মাধ্যমে সবকিছু পরীক্ষা করে **(যিশাইয় ৮:১৯, ২০; ২ তীমথিয় ২:১৫)**। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের আইন পরিবর্তন করা যায় না **(মথি ৫:১৮)**। এটি আরও বলে যে যীশু যখন ফিরে আসবেন, প্রত্যেক চোখ তাকে দেখতে পাবে **(প্রকাশিত বাক্য ১:৭)** এবং তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করবেন না, তবে মেঘের মধ্যে থাকবেন এবং তাঁর লোকেদেরকে বাতাসে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ডাকবেন **(১ থিষলনীকীয় ৪:১৬, ১৭)**।

16 কীভাবে আমরা শেষ সময়ের শক্তিশালী প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকতে পারি?

উত্তর:

ক। বাইবেল দ্বারা প্রতিটি শিক্ষা পরীক্ষা করুন **(২ তীমথিয় ২:১৫; প্রেরিতদের কার্য ১৭:১১; যিশাইয় ৮:২০)।**

খ। সত্যকে অনুসরণ করুন যেমন যীশু তা প্রকাশ করেন। যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর বাধ্য হতে চায় তারা কখনোই ভুলের মধ্যে পড়বে না **(যোহন ৭:১৭)।**

গ। প্রতিদিন যীশুর কাছাকাছি থাকুন **(যোহন ১৫:৫)।**

অনুস্মারক: এটি তিনটি দেবদূতের বার্তার উপর আমাদের নয়টি সিরিজের ষষ্ঠ অধ্যায়ন নির্দেশিকা। পরবর্তী অধ্যায়ন নির্দেশিকা প্রকাশ করবে কীভাবে বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এবং অন্যান্য ধর্মগুলি শেষ সময়ের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হবে।

17 আপনি কি যীশুকে উপাসনা করতে এবং মানতে ইচ্ছুক, এমনকি যদি এর অর্থ উপহাস, তাড়না এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড হয়?

আপনার উত্তর: _____

আপনার প্রশ্নের দত্ত উত্তরাবলী

১। এটা উপযুক্ত বলে মনে হয় না যে, চূড়ান্ত সংকটে, যারা ঈশ্বরের সত্য কখনও শোনেনি তারা নির্দোষভাবে জাল বেছে নেবে এবং এভাবে হারিয়ে যাবে।

উত্তর: প্রথমবার না শুনে বা না বুঝে কেউ চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন হবে না **(মার্ক ১৬:১৫) (যোহন ১:৯)** আজকের জন্য ঈশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ তিন দূতিয় বার্তা **(প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১২)** লোকেরা কেবলমাত্র পশুর চিহ্ন গ্রহণ করতে চাইবে, কারণ তারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য মূল্য দিতে চাইবে না।

২। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১২-১৬) আর্মাগেডনের যুদ্ধ সম্পর্কে কী বলে? কখোন এবং কোথায় যুদ্ধ করা হবে?

উত্তর: হারমাগিদোনের যুদ্ধ হল খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ। এটি পৃথিবীতে যুদ্ধ করা হবে এবং সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে শুরু হবে। এই লড়াই যীশুর দ্বিতীয় আগমন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে। এটি আবার শুরু হবে ১০০০ বছর পরে, যখন দুষ্টরা পবিত্র শহরটিকে জয় করার আশা নিয়ে জড়ো হবে। এটা শেষ হবে যখন দুষ্টদের স্বর্গ থেকে আগুন বর্ষণ করা হবে এবং তাদের ধ্বংস করা হবে **(প্রকাশিত বাক্য ২০:৯)।** (অধ্যায়ন নির্দেশিকা ১২-এ বিশদভাবে ১, ০০০ বছরের বর্ণনা করা হয়েছে।)

"হারমাগিদোন" শব্দের অর্থ কী?

হারমাগিদোন হল খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহান দিনের যুদ্ধ" এর নাম যা বিশ্বের সমস্ত জাতিকে জড়িত করবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১২-১৬, ১৯)।** "পূর্ব থেকে রাজা" হলেন ঈশ্বর পিতা এবং ঈশ্বর পুত্র। বাইবেলে "পূর্ব" ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্যের প্রতীক **(প্রকাশিত বাক্য ৭:২; যিহিস্কেল ৪৩:২; মথি ২৪:২৭)।** যীশু, মেষশাবক, এবং তাঁর লোকেরা লড়াই করে **(প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪; ১৯:১৯)** এই চূড়ান্ত যুদ্ধে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব একত্রিত হবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪)।** তাদের লক্ষ্য হবে সেই সমস্ত লোককে নিশ্চিহ্ন করা যারা পশুর প্রশংসা করতে অস্বীকার করে **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫-১৭)।**

বিভ্রান্তির ফলে প্রত্যাখ্যান

যারা ঈশ্বরের বার্তা জানে, এবং এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু তবুও এটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারা শয়তানের বিভ্রান্তির ফলে মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে **(২ থিষলনীকীয় ২:১০-১২)।** তারা বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে তারা প্রভুর লোকদের ধ্বংস করার চেষ্টা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যকে সমর্থন করে। তারা সাধুদেরকে আশাহীনভাবে প্রতারিত ধর্মান্ধ বলে মনে করবে যারা পুরো বিশ্বকে ধ্বংস করছে, একটি নকল নবজাগরণে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করছে।

যীশুর দ্বিতীয় আগমন যুদ্ধ বন্ধ করবে

যুদ্ধ হবে বিশ্বব্যাপী। সরকার ঈশ্বরের লোকেদের ধ্বংস করার চেষ্টা করবে, কিন্তু ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করবেন। প্রতীকী নদী ইউফ্রেটিস শুকিয়ে যাবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১২)।** জল মানুষের প্রতীক **(প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৫)।** ইউফ্রেটিস নদী শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ হল যারা পশুকে (শয়তানের রাজ্য) সমর্থন করে তারা হঠাত্ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। এইভাবে পশুর সমর্থন শুকিয়ে যাবে। মিত্রদের জোট **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩, ১৪)** ভেঙে পড়বে **(প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৯)।** যীশুর দ্বিতীয় আগমন এই যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং তাঁর লোকেদের রক্ষা করবে **(প্রকাশিত বাক্য ৬:১৪-১৭; ১৬:১৮-২১; ১৯:১১-২০)।**

যুদ্ধ ১০০০ বছর পরে আবার শুরু হয়

১০০০ বছর পরে শয়তান, ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের বিরুদ্ধে শক্তির নেতা হিসাবে প্রকাশ্যে আসবে। তিনি আবার যুদ্ধ শুরু করবেন এবং পবিত্র শহরটি দখল করার চেষ্টা করবেন। তারপর শয়তান এবং তার অনুসারীরা স্বর্গ থেকে আগুনে ধ্বংস হবে (অধ্যায়ন নির্দেশিকা ১১ এবং ১২ দেখুন)। যাইহোক, যীশুর প্রতিটি অনুসারী তাঁর চিরন্তন রাজ্যে নিরাপদে থাকবে।

৩। বাইবেল বলে, "সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করিলাম" (যোহন ১৬:২)। এটা কি সম্ভব যে এটি আমাদের সময়ে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। বিশ্ব সরকার এবং ধর্মের শেষ সময়ের জোট অবশেষে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য সমস্ত সহানুভূতি হারাবে, যারা নকল পুনরুজ্জীবনে যোগ দিতে বা রবিবারের উপাসনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা অনুভব করবে যে তাদের পুনরুজ্জীবনের সাথে অলৌকিক ঘটনাগুলি এর বৈধতা প্রমাণ করে- অলৌকিকতা যেমন অসুস্থদের সুস্থ হওয়া বা কুখ্যাত ঈশ্বর-বিদ্বেষী, অনৈতিক সেলিব্রিটি এবং সুপরিচিত অপরাধীদের ধর্মান্তরিত করা। জোট জোর দেবে যে কাউকে এই বিশ্বব্যাপী পুনরুজ্জীবনকে নষ্ট করার অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং "ধর্মান্ধ শিক্ষা" (উদাহরণস্বরূপ, বিশ্রামবার) একপাশে রেখে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জন্য এর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বের বাকি অংশের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে। যারা সহযোগিতা করতে রাজি নয় তারা অবিশ্বাসী, দেশদ্রোহী, নৈরাজ্যবাদী এবং শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক ধর্মান্ধ বলে বিবেচিত হবে যাদের সহ্য করা উচিত নয়। সেই দিন, যারা ঈশ্বরের লোকদের হত্যা করে তারা অনুভব করবে যে তারা ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করছে।

৪। যখন আমরা দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্যের ভবিষ্যৎবাণীগুলি অধ্যয়ন করি, তখন এটা স্পষ্ট মনে হয় যে প্রকৃত শত্রু সর্বদা শয়তান। এটা কি সত্য?

উত্তর: একদম! শয়তান সবসময়ই আসল শত্রু। শয়তান পৃথিবীর নেতাদের এবং জাতির মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকেদের আঘাত করার জন্য কাজ করে এবং এইভাবে যীশু ও পিতার হৃদয়ে ব্যথা নিয়ে আসে। শয়তান সব খারাপের জন্য দায়ী। আসুন আমরা তাকে দোষারোপ করি এবং সতর্কতা অবলম্বন করি যে আমরা কীভাবে এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিচার করি যারা ঈশ্বরের লোকেদের এবং মন্ডলীকে আঘাত করে। তারা কখনোও কখনোও সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত থাকে যে তারা কারও ক্ষতি করছে। কিন্তু শয়তানের ক্ষেত্রে তা কখোনই সত্য নয়। তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ সচেতন। সে ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বর এবং তার লোকেদের আঘাত করে।

৫। পোপের মৃত্যু বা একজন নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রভাবিত করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮)?

উত্তর: ভবিষ্যত্ বাণী পূর্ণ হবে, যেই হোক না কেন পোপ বা রাষ্ট্রপতি। একজন নতুন রাষ্ট্রপতি বা পোপ সাময়িকভাবে পূর্ণতাকে ত্বরান্বিত করতে পারে বা ধীর করে দিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮) এর মেষ শিংওয়ালা পশু এবং (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩) এর মিথ্যা ভাববাদী কি একই শক্তি?

উত্তর: হ্যাঁ। **(প্রকাশিত বাক্য ১৯:২০)** এ, যেখানে ঈশ্বর খ্রীষ্টবিরোধী পশুর ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি মিথ্যা ভাববাদীর ধ্বংসের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই অনুচ্ছেদে, ঈশ্বর মিথ্যা ভাববাদীকে সেই শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা পশুর আগে "চিহ্নগুলি কাজ করেছিল" এবং "যারা পশুর চিহ্ন পেয়েছিল এবং যারা তার মূর্তি পূজা করেছিল তাদের প্রতারিত করেছিল।" এটি মেষশাবকের কার্যকলাপের একটি স্পষ্ট উল্লেখ।-শিংওয়ালা পশু, যা **(প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮)** এ বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ন নির্দেশিকায় আমরা মেষের শিংওয়ালা পশুটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছি। তাই মেষের শিংওয়ালা পশু এবং মিথ্যা ভাববাদী প্রকৃতপক্ষে একই শক্তি।

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

মোট ১৩ টি সহায়ক বই আছে।

এটি তার মধ্যে একটি প্রতিটি বইই আপনার ও আপনার পরিবার বর্গকে আশান্বিত করবে। একটিও হাত ছাড়া করবেন না।

সহায়িকা বই ১৫: খ্রীষ্ট বিরোধী কে?
সহায়িকা বই ১৬: দূতগন স্বর্গ থেকে বার্তা প্রেরণ করে
সহায়িকা বই ১৭: ঈশ্বর পরিকল্পনা রচনা করেন
সহায়িকা বই ১৮: সঠিক সময়ে ভাববানীর প্রকাশ
সহায়িকা বই ১৯: অন্তিম বিচার পর্ব
সহায়িকা বই ২০: পশুর চিহ্ন
সহায়িকা বই ২১: বাইবেলের ভাববানীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান
সহায়িকা বই ২২: পরকীয়া রমনীটি
সহায়িকা বই ২৩: খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বিভূষিতা কন্যা
সহায়িকা বই ২৪: ঈশ্বর কি জ্যোতিষ এবং মন্ত্রবেওাদের অনুমোদন করেন?
সহায়িকা বই ২৫: আমরা কি ঈশ্বরে আস্থাশীল?
সহায়িকা বই ২৬: যে প্রেম রুপান্তরিত করে
সহায়িকা বই ২৭: পিছনে ফেরার কোন অবকাশ নেই

আপনি কি প্রথম ১৪টি অধ্যয়ন সহায়িকা দেখেছেন?
যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই লিখুন:
Amazing Facts India, Post Box No 51,Banjara Hills,Hyderabad-500034

মর্মার্থ পত্র ২১

দয়া করে এই প্রশ্নের সমাধান করার আগে পাঠটি পড়ে নিন। সমস্ত উত্তর আপনি এই সহায়িকা বইটিতে পেয়ে যাবেন।। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দিন। বন্ধনীর সংখ্যাগুলো (১) সঠিক উত্তরের সংখ্যা নির্দেশ করে।

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীতে প্রতীকী (১)

- ❑ লাল, সাদা এবং নীল পোশাক পরা একজন মানুষ।
- ❑ পিছনে একটি কম্পিউটার সহ একটি ঈগল।
- ❑ মেষশাবকের মতো দুটি শিং বিশিষ্ট প্রাণী।

২। দুটি শিং কি প্রতিনিধিত্ব করে? (১)

- ❑ সম্পদ এবং সামরিক শক্তি।
- ❑ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এবং জর্জ ওয়াশিংটন।
- ❑ নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার।

৩। "পৃথিবী থেকে উঠে আসা" কী বোঝায়? (১)

- ❑ যে আমেরিকানরা দেশে বাস করতে পছন্দ করবে
- ❑ যে এই নতুন দেশটি একটি ছোট জনসংখ্যার অঞ্চলে উত্থিত হবে
- ❑ যে কিছু প্রাথমিক আমেরিকান গুহাবাসী হবে

৪। এই ভবিষ্যৎবাণীতে, মেষের বাচ্চার মতো শিং এর অর্থ যে আমেরিকা (১)

- ❑ লাজুক এবং নিষেধ করা.
- ❑ ভেড়া পালনকারী দেশ।
- ❑ শান্তিপ্রিয়, আধ্যাত্মিক জাতি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

৫। প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের ভবিষ্যৎবাণী আমেরিকার উত্থানের সময় সম্পর্কে কী নির্দেশ করে? (১)

- ❑ ১৪৯২
- ❑ ১৭৯৮
- ❑ ১৬২০

৬। প্রকাশিত বাক্য ১৩ ইঙ্গিত করে যে আমেরিকা অবশেষে "একটি নাগ হিসাবে" কথা বলবে। এটার মানে কি? (১)

- ❑ তার লোকেরা রাগান্বিত হবে এবং বোঝা কঠিন হবে।
- ❑ তিনি ধ্বংসের অগ্নি-শ্যুটিং অস্ত্র ব্যবহার করবেন।
- ❑ তিনি মানুষকে বিবেকের বিরুদ্ধে উপাসনা করতে বা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে বাধ্য করবেন।

৭। ঈশ্বরের চিহ্ন, বা শক্তির প্রতীক হল (১)

- ❑ ভেড়ার বাচ্চা
- ❑ বিশ্রামবার-ঈশ্বরের পবিত্র দিন।
- ❑ একটি দুই শিংওয়ালা পশু।

৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে পশুর প্রতিমূর্তি তৈরি করবে? (১)

- ❑ পশুর অনেক ছবি বানিয়ে বিক্রি করে
- ❑ ওয়াশিংটন, ডিসি-তে প্রদর্শনের জন্য পশুর মূর্তি তৈরি করে
- ❑ একটি গির্জা-রাষ্ট্র সমন্বয় তৈরি করে (তাঁর ক্ষমতার উচ্চতায় পোপত্বের পরে প্যাটার্ন করা হয়েছে) যে আইন প্রণয় করবে ধর্মীয় অনুশীলন।

৯। (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৫-১৭) বলে যে যারা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের উপর কী শাস্তি দেওয়া হবে? (২)

- ❑ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি নেই
- ❑ মহাকাশে নির্বাসিত
- ❑ মৃত্যু দন্ড দেওয়া হবে
- ❑ পশুর কাছে ব্যক্তিগত ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়

১০। শেষ সময়ে কোন দুটি পার্থিব শক্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে? (২)

- ❑ পুনরুজ্জীবিত ইউরোপ
- ❑ জাপান
- ❑ চীন
- ❑ যুক্তরাষ্ট্র
- ❑ পোপত্ব

১১। কোন বিষয়গুলি হারমাগিদোনের যুদ্ধ সম্পর্কে সত্য বলে? (৬)

- ❑ এটা পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ।
- ❑ "প্রাচ্যের রাজা" হল জাপান এবং চীন।
- ❑ যুদ্ধে পশুটির লক্ষ্য ঈশ্বরের লোকেদের ধ্বংস করা।
- ❑ এটি বিশ্বব্যাপী হবে।
- ❑ এটি যীশুর দ্বিতীয় আগমনের আগে শুরু হয় এবং ১০০০ বছর শেষে দুষ্টরা পবিত্র শহরটিকে ঘিরে ফেলার পরে শেষ হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলমান ▶▶ 15

- ❑ হারমাগিদোন হল খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টবিরোধী শয়তানের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রতীকী নাম।
- ❑ ইউফ্রেটিস শুকিয়ে যাওয়া মানে জানোয়ার, বা খ্রীষ্টবিরোধী অবশেষে সমর্থন হারাবে এর অধিকাংশ অনুগামী।
- ❑ এটি শুধুমাত্র প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করা হবে।

১২। ঈশ্বরের সত্য, শেষ সময়ের পুনরুজ্জীবন কতটা সফল হবে? (১)

- ❑ গোটা বিশ্ব ধর্মান্তরিত হবে।
- ❑ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বার্তা শুনতে পাবে।
- ❑ সবাই মেনে নেবে।
- ❑ এটা সফল হবে না। শয়তান এটা বন্ধ করবে।

১৩। শেষ সময়ের নকল আন্দোলন কতটা সফল হবে? (১)

- ❑ অনেক দেশ এটা সমর্থন করবে না।
- ❑ এটি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সফল হবে।
- ❑ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ- ঈশ্বরের শেষ সময়ের লোক ছাড়া মানুষ এতে যোগ দেবে এবং সমর্থন করবে।

১৪। যীশু যেখানে নিয়ে যান আপনি কি তা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, যদিও তা বেদনাদায়ক হতে পারে?

- ❑ হ্যাঁ.
- ❑ না.

উপরের এবং পৃষ্ঠার উল্টোদিকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলবেন না।

AMAZING FACTS
India

আপনার পরবর্তী সহায়িকা বইটি বিনামূল্যে পেতে এখানে নিবন্ধন করুন।

বিন্দু দিয়ে তৈরী লাইন বরাবর কাটুন, স্বাক্ষরিত করে নিচে দেওয়া ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। দয়া করে স্পষ্ট করে লিখবেন। এটি কেবল ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে।

নাম: _____ ফোন নম্বর: _____

ঠিকানা: _____

_____

আপনার ফোন নম্বর: _____ তোমার ইমেইল: _____

AMAZING FACTS INDIA
POST BOX NO 51
BANJARA HILLS
HYDERABAD - 500034

বিনামূল্যের এই বাইবেল স্কুলটি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিন!
পরিদর্শন করুন:
Bible-Study.AFTV.in

© 2025 Amazing Facts International • All Rights Reserved • Printed in India.